



3457 - নারীদরে তারাবী নামায পড়ার বধিান

প্রশ্ন

নারীদরে উপরে কিতাবীর নামায আছে? তাদরে জন্যে তারাবীর নামায বাসায় পড়া উত্তম? নাকি মসজিদে গিয়ে পড়া?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবীর নামায সুন্নত মূয়াক্কাদা। নারীদরে জন্যে কয়ামুল লাইল (রাতের নামায) ঘরে পড়া উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নারীদরেক মসজিদে যতে বাধা দিও না। তবে, তাদরে জন্য ঘরই উত্তম।” [হাদিসটি আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে, ‘নারীদরে মসজিদে যাওয়া’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে ও ‘এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে সংকলন করছেন। হাদিসটি ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৪৫৮) সংকলিত হয়েছে]

নারীর নামাযের স্থান যতবশী নরিজন হব, যতবশী বিয়ক্তিগিত হব সেটাই উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “মহলিদরে জন্য শোয়ার ঘরে নামায আদায় করা বঠেকখানায় নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। তাদরে জন্য গোপন প্রকোষ্ঠে নামায করা শোয়ার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম।” [আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ নামক গ্রন্থে, ‘কতিবুস সালাত’ অধ্যায়ে ‘মহলিদরে মসজিদে যাওয়া’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে হাদিসটি সংকলন করছেন। হাদিসটি ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৮৩৩) রয়েছে]

আবু হুমাইদ আল-সায়দে এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ থেকে বর্ণিত তিনি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে পছন্দ করি। তখন তিনি বললেন: আমি জিনেছে আপনি আমার সাথে নামায পড়া পছন্দ করেন। কিন্তু, আপনি আপনার শোয়ার ঘরে নামায আদায় করা বঠেক ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আপনি আপনার বঠেক ঘরে নামায আদায় করা বাড়ীর উঠানে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আপনি আপনার বাড়ীর উঠানে নামায আদায় করা গোত্রীয় মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আপনি আপনার গোত্রীয় মসজিদে নামায আদায় করা আমার মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন: ফলে তিনি তার ঘরে একবোরো ভিতরে অন্ধকার স্থানে তার জন্য নামাযের জায়গা বানানোর নরিদশে দলিনে। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সে জায়গায় নামায আদায় করছেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ নরিভরযোগ্য]

তবে উল্লেখিত ফযলিত নারীদরেক মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দয়ার ক্ষেত্রে প্রতবিন্দক নয়। যমেনটি আব্দুল্লাহ বনি উমর



(রাঃ) কর্তৃক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: যদি নারীরা তোমাদের কাছে মসজিদে যেতে অনুমতি চায় তাহলে তোমরা তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন বলিল বনি আব্দুল্লাহ (বনি উমর) বলল: আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আমরা তাদেরকে বাধা দিবি। বর্ণনাকারী বলেন: তখন আব্দুল্লাহ তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে তীব্র গালমন্দ করলেন; আমি তাঁর কাছ থেকে এমন কথা আর কখনও শুনিনি। এবং তিনি বলেন: আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস জানাচ্ছি। আর তুমি বল: আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আমরা তাদেরকে বাধা দিবি।” [সহি মুসলিম (৬৬৭)]

কিন্তু, কোন নারী মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে নমিনোক্ত শর্ত রয়েছে:

১। পরিপূর্ণ হজিাব থাকতে হবে।

২। সুগন্ধি লাগিয়ে যাবে না।

৩। স্বামীর অনুমতি লাগবে।

এবং এ বরে হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য আরকেটি হারাম যেন সংঘটিত না হয়; যমেন একাকী ড্রাইভারের সাথে বরে হওয়া।

যদি কোন নারী উল্লেখিত শর্তগুলোর কোনটি ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে নারীর স্বামী কথিবা অভিভাবক তাকে মসজিদে যেতে বাধা দিতে পারবেন; বরং বাধা দেওয়া আবশ্যিক হবে।

আমাদের শাইখ আব্দুল আযযিক জনকৈ নারী তারাবীর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করেন যে, নারীর জন্য কিতাবীর নামায মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম? তিনি না-সূচক জবাব দেন। কারণ মহলিদরে ঘরে নামায পড়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো সাধারণ; যা তারাবী নামাযসহ অন্য সকল নামাযকে শামলি করবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও সকল মুসলিম ভাইদের জন্য ইখলাস ও কবুলিয়তের প্রার্থনা করছি। তিনি যেন, আমাদের আমলগুলো তাঁর পছন্দ ও সন্তুষ্টিমোতাবেক সম্পন্ন করান। আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।